ইনোভেশন শোকেসিং

২০২৩-২০২৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সুরক্ষা সেবা বিভাগ

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

সুরক্ষা সেবা বিভাগ

উদ্ভাবনী ধারণা: বিভিন্ন জাতীয় দিবস উপলক্ষে কারাগারে আটক অচল, অক্ষম, গুরুতর দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত ও লঘু অপরাধে দণ্ডিত মুক্তিযোগ্য কয়েদিদের সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রণয়নের লক্ষ্যে কারা অধিদপ্তরের Prison Inmate Database System (PIDS)-এর উন্নয়ন।

দেশের কারাগারসমূহে আটক বন্দিদের অস্বাভাবিক ভীড় হ্রাসকরণ লক্ষ্যে স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস, বিজয় দিবস, ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার প্রাক্কালে যাবজ্জীবন ব্যতীত লঘু অপরাধে দণ্ডিত কয়েদিদের মধ্যে অর্ধেকের বেশি সময়কাল সাজা ভোগকারীদের মুক্তির সুপারিশ করা হয়ে থাকে। তবে অচল, অক্ষম, দৃষ্টি-শক্তি নষ্ট বা প্রায় অকেজো হয়ে গেছে, দুরারোগ্য মরণ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছে এরূপ কয়েদিদের অপরাধ ও শর্ত নির্বিশেষে মুক্তির জন্য সুপারিশ করা হয়ে থাকে। এ লক্ষ্যে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে দেশের সকল জেলায় গঠিত কমিটি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ০৬ এপ্রিল ২০১০ তারিখের পরিপত্রের নির্দেশনা মোতাবেক মুক্তিযোগ্য কয়েদিদের একটি তালিকা সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করে। সুরক্ষা সেবা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব (কারা)-কে আহ্বায়ক করে গঠিত কমিটি উক্ত তালিকা যাচাই-বাছাই করে আইন ও বিচার বিভাগের মতামতসহ সরকারের বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করে। তবে ম্যানুয়াল এ কার্যপদ্ধতিতে কখনো কখনো জেলা পর্যায় থেকে বন্দিদের হালনাগাদ তথ্যাদি পাওয়া যায় না। ফলে অনেক সময় বন্দি মুক্তির বিষয়ে যথাযথ সুপারিশ করা সম্ভব হয় না। বর্তমানে কারাগারের Prison Inmate Database System (PIDS) এ বন্দিদের বেশ কিছু তথ্য সংরক্ষণ করা হয়। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ২০১০ সালের পরিপত্র অনুযায়ী PIDS এ বন্দি/কয়েদির বিদ্যমান তথ্যের সাথে নতুন করে ভোগকৃত দণ্ড, রেয়াত, অবশিষ্ট দণ্ড, মুক্তির সম্ভাব্য তারিখ, আপিল পেন্ডিং থাকলে তার বিবরণ, কারাবাসকালীন আচরণ, অচল, অক্ষম বা গুরুতর অসুস্থ হলে তার স্বপক্ষে মেডিকেল সার্টিফিকেট এবং আইনের যে সব ধারায় বন্দি মুক্তির জন্য বিবেচিত হবে না তার প্রয়োজনীয় তথ্য/ফিল্ড সংযোজন করে মুক্তিযোগ্য কয়েদিদের সংক্ষিপ্ত তালিকা স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রণয়ন করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

উদ্যোগটির মাধ্যমে যে সমস্যার সমাধান হবে:

- বিভিন্ন দিবস উপলক্ষে অচল, অক্ষম, গুরুতর দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত ও লঘু অপরাধে দণ্ডিত বন্দিদের মুক্তির বিষয়ে দ্রুত ও সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব হবে।
- মুক্তির মাধ্যমে লঘু দণ্ডে দণ্ডিত বন্দিদের আত্ম-উপলব্ধি ও সমাজের মূল স্রোতে মিশে যাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হবে।
- কারাগারসমূহে বন্দির সংখ্যা হ্রাস পাবে।
- সরকারের আর্থিক সাশ্রয়ের পাশাপাশি ভাবমূর্তি উজ্জল হবে।

উদ্যোগ বাস্তবায়নে সহযোগী সংস্থা:

কারা অধিদপ্তর এবং ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার (এনটিএমসি)

উদ্যোগের উপকারভোগী:

বাংলাদেশের কারাগারসমূহে আটক অচল, অক্ষম, গুরুতর দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত ও লঘু অপরাধে দণ্ডিত বন্দিগণ।

ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর

উদ্ভাবনী ধারণা: Visa Application Tracking Management Software

ভিসা আবেদনকারীগণ ই-মেইলের মাধ্যমে তাদের ভিসা অনুমোদন সংক্রান্ত মেসেজ পাবেন। ভিসা আবেদনের সর্বশেষ অবস্থা যাচাই করার জন্য ফ্রন্ট ডেস্কে ভিসা আবেদনের স্লিপ জমা দিলে সফটওয়্যারের মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে ফ্রন্ট ডেস্ক অফিসার আবেদনের সর্বশেষ অবস্থা জানাবেন।

বিদ্যমান পদ্ধতি:

বর্তমানে এমআরভি আবেদনসমূহ ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে মুভমেন্ট করা হয়। এমআরভি সিস্টেমে অনলাইন আবেদন জমা হবার পর আবেদনকারীকে একটি ডেলিভারি স্লিপ প্রদান করা হয়ে থাকে। ডেলিভারি স্লিপ প্রদানের পর ভিসা আবেদনের হার্ড কপি ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে নিস্পত্তি করা হয়। আবেদনপত্রসমূহ চূড়ান্ত নিস্পত্তি হওয়ার পর এমআরভি সিস্টেমে ডাটা ইনপুট করে সংরক্ষণ করা হয়। যেহেতু ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে ভিসা আবেদনসমূহ নিস্পত্তি হয় ফলে একটি আবেদন জমা হবার পর সেই আবেদনের পেমেন্ট, পুলিশ ভেরিফিকেশন যাচাই, আবেদনকারীর ওয়ার্ক পারমিট, সিকিউরিটি ক্লিয়ারেন্স যাচাইসহ বিভিন্ন ধাপে পর্যায়ক্রমে অনুমোদনের শেষে ভিসা আবেদন পত্রটি বিতরণ শাখায় আসে। এ পদ্ধতিতে ভিসা আবেদন ট্র্যাক করার কোন ট্র্যাকিং সফটওয়্যার ছিল না। একজন আবেদনকারী কাউন্টারে এসে তার ভিসা আবেদনের তথ্য অনুসন্ধান করতে চাইলে আবেদনটি যদি প্রস্তুত না থাকে সেক্ষেত্রে সেই আবেদনের তথ্য বের করতে গিয়ে ম্যানুয়ালি মুভমেন্ট দেখে বের করতে হয় এবং আবেদনকারীকে তথ্য প্রদান করতে হয়। এতে সেবা গ্রহীতাকে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়। জনবল স্বল্পতার কারণে একবারে অধিক সংখ্যক আবেদন যাচাই করে সেবা দেয়া দূরুহ হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় তাৎক্ষণিক তথ্য প্রদান করার জন্য একটি ভিসা এপ্লিকেশন ট্র্যাকিং ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যারের প্রয়োজনীয়তা অনুভুত হয়।

ভিসা এপ্লিকেশন ট্র্যাকিং ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার:

ভিসা এপ্লিকেশন ট্র্যাকিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম একটি ওয়েব বেসড বা অনলাইন ভিত্তিক সফটওয়্যার। এই সফটওয়্যার ব্যবহারের মাধ্যমে ভিসা আবেদনের পর আবেদনের মুভমেন্ট ট্র্যাকিং নিশ্চিত করা যাবে। অর্থ্যাৎ কোন ভিসার আবেদন কোথায় এবং কি অবস্থায় রয়েছে সেই তথ্য খুবই দ্রুততম সময়ে জানা সম্ভব হবে। কোন একটি ভিসা আবেদন কোন পর্যায়ে কেনো পেন্ডিং আছে তা খুব সহজে ও সীমিত সময়ের মধ্যে জানা যাবে।

ফলাফল ও লক্ষ্যমাত্রা:

- দ্রুততম সময়ে আবেদনের সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হওয়া।
- দ্রুততার সাথে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
- আবেদনকারীর পক্ষ হতে সন্তোষজনক প্রতিক্রিয়া লাভ করা।
- অভ্যন্তরীণ কাজের গুণগত মান বৃদ্ধি হওয়া।
- বিদেশি নাগরিকদের নিকট নিজ দেশের ভাবমূর্তি বৃদ্ধি পাওয়া।
- সেবা প্রদান স্বাচ্ছন্দ্যময় হওয়া।
- অল্প সময়ে অধিক সেবা প্রার্থীদের সেবা প্রদান করা।
- অনলাইনে ভিসা অনুমোদনের পর নোটিফিকেশন প্রাপ্তিতে গ্রাহক সন্তুষ্টি।

কারা অধিদপ্তর

উদ্ভাবনী ধারণা: ডিজিটাল স্টোর ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম

কারাবন্দি ও স্টাফদের জন্য ক্রয়কৃত মালামালের ডিমান্ড তৈরী, সরবরাহ, বন্টন, স্টক ইন আউট, রিপোর্ট জেনারেট করা এবং নিয়মিত মনিটরিং এর মাধ্যমে কারাগারের প্রচলিত স্টোর মেনেজমেন্ট সিস্টেমকে Digital Store Management System এ রূপান্তর।

স্মার্ট বাংলাদেশ-২০৪১ বিনির্মাণে কারা অধিদপ্তর নানামুখী কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। কারাবন্দিদের জন্য দৈনন্দিন ও নিত্য প্রয়োজনীয় ব্যবহার্য মালামাল, খাদ্য দ্রব্য, পোষাক পরিচ্ছদ, মেডিকেল যন্ত্রপাতি, স্যানিটাইজার ও ক্লিনিং সামগ্রী, নিরাপত্তা সামগ্রী নিয়মিত ক্রয় করা হয়ে থাকে। একইভাবে কারা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য খাদ্য দ্রব্য, নিরাপত্তা, ইউনিফর্ম ও দাপ্তরিক বিভিন্ন দ্রব্যাদি ক্রয় করা হয়ে থাকে। ক্রয়কৃত এসব মালামাল কয়েকটি ধাপে বন্টন শেষে বন্দি ও স্টাফদের মাঝে বিতরণ হয়। মালামালের ভিন্নতার কারণে ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় স্টোর করা হয়ে থাকে। মালামাল রক্ষণাবেক্ষণ কর্মচারী ও রেজিস্টার ভিন্ন হয়। কারা কর্মকর্তাদের ভিন্ন ভিন্ন রেজিস্টার পর্যালোচনা করা, মালামাল তদারকি, স্টক মেলানো এবং বাৎসরিক চাহিদা নিরুপণ করতে অনেক সময় ব্যয় হয়। মালামাল সম্পর্কে ভিজিটর ও তথ্য গ্রহীতাদের তাৎক্ষণিক তথ্য প্রদানে বিলম্ব হয়। দাপ্তরিক কাজের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও টিসিভি সাশ্রয়ের লক্ষ্যে তৈরী করা হয়েছে ডিজিটাল স্টোর ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম। এর মাধ্যমে ঠিকাদারগণের মাধ্যমে প্রাপ্ত বন্দি ও স্টাফদের জন্য দৈনন্দিন, নিত্য প্রয়োজনীয় ও দাপ্তরিক দ্রব্যাদির সমবন্টন করা, স্টক দেখা, রিপোর্ট জেনারেট করা এবং বাৎসরিক চাহিদা নিরুপণ সহজ হবে। কারা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের তথ্য প্রিজন স্টাফ ডাটাবেজের সাথে এপিএ লিংক করার মাধ্যমে কারাগারের স্টাফ সংখ্যা দেখা যাবে এবং রেশন বন্টনে অধিক স্বচ্ছতা নিশ্চিত হবে। বন্দিদের তথ্য দেখা যাবে। মালামাল স্টক ইন আউটের অফিস আদেশ এটাচমেন্টে রাখা যাবে। মালামাল স্টক ইন আউটের গ্রাফ থেকে সহজেই দ্রব্যের চাহিদা বুঝা যাবে। মালামালের গুণগত মান সম্পর্কে সবাই মতামত দিতে পারবে।

প্রাপ্ত সুবিধা:

- একটি প্লাটফর্ম থেকে ক্রয়কৃত প্রধান দুইটি ক্যাটাগরিতে (বন্দি ও স্টাফ) বিভক্ত সকল দ্রব্য একসাথে দেখা যাবে।
- কারাগার থেকে কারাগারের স্টক একসাথে এন্ট্রি ও মনিটরিং করা হবে।
- বিভাগীয় কার্যালয় থেকে বিভাগের সকল কারাগারের দ্রব্যের স্টক ইন আউট মনিটরিং করা হবে।
- কারা অধিদপ্তর থেকে সকল বিভাগ ও কারাগারের তথ্য একসাথে এবং ভিন্ন ভিন্নভাবে মনিটরিং করা হবে।
- যেকোন সময়ের রিপোর্ট জেনারেট করা যাবে।
- কোন কারাগারের প্রয়োজনীয়তার অধিক পণ্য স্টকে থাকলে তা অন্য কারাগারের সাথে সহজেই সমন্বয় করা যাবে।
- স্টাফ ও বন্দি সংখ্যার প্রাপ্যতার উপর ভিত্তি করে মালামালের বাৎসরিক চাহিদা নিরুপণ করা হবে।

- প্রতিটি স্টক ইন/আউটের এটাচমেন্টে আদেশের কপি থাকায় মালামাল হারানোর সুযোগ নেই।
- স্টাফ কর্তৃক গৃহীত রেশন ও ইউনিফর্ম সামগ্রী তার ডাটাবেজ একাউন্টে দৃশ্যমান হবে। ফলে বদলী/ প্রশিক্ষণকালীন কর্মস্থল পরিবর্তন হলেও প্রাপ্যতা অনুযায়ী সময়মত মালামাল নতুন/ সংযুক্ত কর্মস্থল থেকে গ্রহণ করা যাবে।
- মালামালের স্টক ইন/ আউট গ্রাফ দেখে মালামালের প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করা যাবে।
- পণ্য সম্পর্কে মতামত পাঠানোর জন্য মেসেজিং সুবিধা আছে, যা সার্বক্ষণিক মনিটরিং করা হবে।
- নোটিশ বোর্ড থেকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যাবে।
- টিসিভি বিশ্লেষণ করে দেখা যায় এই সিস্টেমের মাধ্যমে সময়, অর্থ ও ভিজিট সাশ্রয় হচ্ছে।

উপকারভোগী:

বন্দি: প্রাপ্যতা অনুযায়ী সময়মত মালামাল পাবে।

স্টাফ: বদলী/ প্রশিক্ষণজনিত কারণে কর্মস্থল পরিবর্তন হলেও নতুন কর্মস্থল থেকে প্রাপ্যতা অনুযায়ী সময়মত মালামাল পাবেন।

দপ্তর: নিয়মিত স্টক মনিটরিং এবং দ্রুত চাহিদা নিরুপণ করে সময়মত ক্রয় ও সরবরাহ করতে পারবে। প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত মালামাল মজুদ থাকলে অন্য কারাগারের মধ্যে তা বন্টন করে দিতে পারবে।

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর

উদ্ভাবনী ধারণা: ফায়ার এন্ড রেসক্যু অ্যাপস

অগ্নিকাণ্ড ও দুর্ঘটনা মোকাবিলায় সদা প্রস্তুত ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর। অগ্নিকাণ্ড ও দুর্ঘটনার সংবাদ পাওয়ার ৩০ সেকেন্ডের মধ্যে এ বাহিনী ঘটনাস্থলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। তবে এ বাহিনীর সেবা অনেকটাই নির্ভরশীল দ্রুত ও নির্ভুল সংবাদের উপর। যে-কোনো জরুরি অবস্থায় ফায়ার সার্ভিসকে ৫টি আবশ্যিক তথ্য সরবরাহ করতে হয়। এগুলো হলো- (১) কল প্রদানকারীর পরিচয় ও মোবাইল নম্বর (২) কি ঘটেছে (৩) কখন ঘটেছে (৪) কোথায় ঘটেছে (৫) কিভাবে ঘটেছে। আতংকিত, উদ্বেলিত ও ঘটনার ভয়াবহতায় ভীত জনগণ প্রায়শই ভুল সংবাদ বা অসম্পূর্ণ সংবাদ দেয়। আবার কখনো কখনো ফায়ার স্টেশনের নাম্বার না জানায় সংবাদ দিতে ব্যর্থও হয়। এতে অগ্নিনির্বাপণ ও উদ্ধার কাজ বিলম্বিত হয় এবং জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি বৃদ্ধি পায়। ফায়ার সার্ভিস দুর্যোগ দুর্ঘটনায় জনগণের সুরক্ষায় দায়বদ্ধ। আর জনগণের প্রতি এ দায়বদ্ধতা থেকেই জরুরি মূহুর্তে সংবাদ দেয়ার প্রক্রিয়াকে প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে আরো দ্রুত, সহজ ও নির্ভুলভাবে সম্পাদনের জন্য ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর “ফায়ার এন্ড রেসক্যু অ্যাপস” নামক মোবাইল অ্যাপসটি তৈরি করার উদ্যোগ নিয়েছে।

প্রচলিত পদ্ধতির অসুবিধাসমূহ:

প্রচলিত পদ্ধতিতে অগ্নিকান্ড, দুর্ঘটনা ও রোগী পরিবহন সেবা পেতে সেবা প্রত্যাশিগণ সংবাদ প্রদানে বেশ কিছু অনভিপ্রেত সময়ক্ষেপণ ও প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হতেন যেগুলো হলো-

- প্রচলিত পদ্ধতিতে একজন সেবা প্রত্যাশীকে জরুরি সেবা প্রাপ্তির জন্য আবশ্যিকভাবে নিকটবর্তী ফায়ার স্টেশনের টেলিফোন নাম্বার জানতে হয়;
- টেলিফোন নাম্বার না জানা থাকলে সশরীরে স্টেশনে যেতে হয়;
- জরুরি মুহুর্তে সেবার জন্য যোগাযোগকারী ব্যক্তিকে নিজ পরিচয় প্রদান করতে হয়;
- সেবা প্রত্যাশীকে দুর্ঘটনার ধরণ, ভবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ, জলাশয়ের উৎস, কোন রাস্তা ব্যবহার সহজতর হবে ইত্যাদি তথ্য প্রদান করতে হয়;
- পুনঃপুনঃ তথ্য আদান প্রদানের ফলে সময়ক্ষেপণ হয় এবং অগ্নিকাণ্ড ও দুর্ঘটনায় ক্ষয়ক্ষতি বৃদ্ধি হবার ঝুঁকি থাকে। এতে অধিদপ্তরের সেবা সম্পর্কে সেবাগ্রহীতাদের মনে নেতিবাচক ধারণা তৈরি হয়।

অসুবিধা দুরীকরণে গৃহীত উদ্যোগ:

প্রচলিত পদ্ধতিতে সৃষ্ট প্রতিবন্ধকতাসমূহ দুরীকরণে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর অনলাইন ভিত্তিক মোবাইল অ্যাপস “ফায়ার এণ্ড রেসক্যু অ্যাপস” তৈরি করার পদক্ষেপ নেয় যা ন্যূনতম সময়ে ফায়ার স্টেশনকে বর্ণিত ৫টি অত্যাবশ্যকীয় তথ্য ছাড়াও ঘটনাস্থলের ঝুঁকি, বসবাসকারী, নিকটবর্তী পানির উৎস, ট্র্যাফিক ব্যবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্য প্রদান করবে।

উদ্যোগটি বাস্তবায়িত হলে ইপ্সিত ফলাফল:

প্রচলিত পদ্ধতিতে জরুরি সংবাদ প্রদানে অসুবিধাসমূহ দূরীকরণে প্রস্তাবিত মোবাইল অ্যাপসটি তৈরির উদ্যোগ নেয়া হয়। মোবাইল অ্যাপসটির মাধ্যমে-

- পূর্ব হতেই রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে সেবা প্রত্যাশীর/যোগযোগকারীর পরিচিতি পাওয়া যাবে;
- ভবনের বর্ণনা, নিকটবর্তী পানির উৎস, ঝুঁকিপূর্ণ দ্রব্যের বর্ণনা ইত্যাদি সন্নিবেশিত থাকায় সেবাগ্রহীতা এবং সেবাদাতা উভয়ের সময় সাশ্রয় হবে;
- ঝুঁকিপূর্ণ পণ্যের বিষয়ে পূর্বেই ধারণা পাওয়ায় ফায়ারফাইটারদের জীবনের ঝুঁকি কমে যাবে;
- ঘটনাস্থলের যাত্রাপথে ফায়ার ইউনিট রোড ট্রাফিক সম্পর্কে নিয়মিত আপডেট নিতে পারবে;
- গুগল প্লে-স্টোর হতে খুব সহজে অ্যাপসটি ডাইনলোড করা যাবে।

টিসিভি বিশ্লেষণ:

খাত	পূর্বে	পরে
সময় (Time)	৩/৪ মিনিট	১ মিনিট
সেবামূল্য ব্যতীত আনুষঙ্গিক খরচ (Cost)	২০০/-	-
যাতায়াত (Visit)	১ বার	-
ধাপ (Steps)	-	-
গুণগত মান (Quality)	-	✓
নাগরিকের সন্তুষ্টি (Satisfaction)	-	✓

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

উদ্ভাবনী ধারণা: মাদকদ্রব্য আমদানির ক্ষেত্রে শুল্ক খালাসের অনাপত্তি প্রদান প্রক্রিয়া সহজিকরণ

'মাদকদ্রব্য আমদানি লাইসেন্স'-এর মাধ্যমে বিভিন্ন ধরণের প্রিকারসর কেমিক্যালস্, সাইকোট্রপিক সাবসট্যানাস, নারকোটিকস ড্রাগস ইত্যাদি আমদানির জন্য আমদানিকারকগণ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর হতে Import Authorization গ্রহণ করে। এরপর আমদানিকারকগণ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে ইনভয়েস নম্বর, বিল অব লেডিং নম্বর ও প্যাকিং লিস্ট গ্রহণ করে। পরবর্তীতে শুল্ক খালাসের অনাপত্তি প্রাপ্তির জন্য নির্ধারিত ফি চালানের মাধ্যমে জমাপূর্বক চালানের মূলকপি ও আমদানি সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রসহ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে আবেদন করে। আবেদন প্রাপ্তির পর মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর তা যাচাই-বাছাই করে ডি-নথির মাধ্যমে শুল্ক খালাসের অনাপত্তি পত্র ইস্যু করে। ডি-নথিতে ইস্যুকারী কর্মকর্তা স্বাক্ষরের সাথে সাথে শুল্ক খালাসের অনাপত্তিপত্রটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের ই-মেইলে চলে যায়। এছাড়াও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের দাপ্তরিক ই-মেইলের মাধ্যমেও আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের ই-মেইলে অনাপত্তিপত্র প্রেরণ করা হয়।

প্রচলিত পদ্ধতির অসুবিধাসমূহ:

- প্রচলিত পদ্ধতিতে সেবা প্রার্থীকে সেবা প্রাপ্তির জন্য সশরীরে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরে উপস্থিত থেকে আবেদন দাখিল করতে হতো এবং শুল্ক খালাসের অনাপত্তিপত্রটি গ্রহণ করার জন্য পুনরায় অফিসে আসতে হতো।
- অনাপত্তিপত্র পেতে ১২-১৫ কার্যদিবস সময় লাগতো।
- সেবা প্রত্যাশীদের খরচ বেশি হতো।
- বন্দরে আমদানীকৃত মাদকদ্রব্য দীর্ঘদিন শুল্ক খালাসের অপেক্ষায় থাকতো।
- আমদানীকৃত মাদকদ্রব্যের মধ্যে অধিকাংশ দাহ্য ও বিস্ফোরক দ্রব্য হওয়ায় বন্দরসমূহ ঝুঁকির মধ্যে থাকতো।

উদ্যোগটি বাস্তবায়নের ফলাফল:

- শুল্ক খালাসের অনাপত্তিপত্রটি গ্রহণের জন্য সেবাপ্রার্থীর সশরীরে অফিসে আসার প্রয়োজন নেই।
- তুলনামূলক অনেক কম সময়ে (১-৩ কার্যদিবস) অনাপত্তিপত্রটি পাওয়া যাবে।
- অনলাইনে অনাপত্তিপত্র প্রাপ্তির ফলে কাগজের ব্যবহার কমবে। ফলে অপচয় রোধ করা যাবে।
- সেবা প্রার্থীর আসা-যাওয়ার ব্যয় ও শ্রম লাঘব হবে।
- প্রিকারসর কেমিক্যালস্, সাইকোট্রপিক সাবসট্যানস, নারকোটিকস ড্রাগসসহ বিভিন্ন মাদকদ্রব্য দীর্ঘদিন রাখতে না হওয়ায় বন্দরে অবস্থানগত ঝুঁকি হ্রাস পাবে।

টিসিভি বিশ্লেষণ:

খাত	পূর্বে	পরে
সময় (Time)	১২-১৫ কার্যদিবস	১-৩ কার্যদিবস
খরচ (Cost)	২৫০০-৩০০০ টাকা	০০ টাকা
যাতায়াত (Visit)	৩-৪ বার	০০ বার

উপকারভোগী:

এই সুবিধাটির আওতায় বিভিন্ন ঔষধ শিল্প প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন ব্যবহার্য দ্রব্য প্রস্তুতকারী অন্যান্য শিল্প প্রতিষ্ঠান যারা উৎপাদন কার্যে প্রিকারসর কেমিক্যালস্, সাইকোট্রপিক সাবসট্যানস, নারকোটিকস ড্রাগসসহ বিভিন্ন মাদকদ্রব্য ব্যবহার করে থাকে তারা সরাসরি উপকৃত হবে।